# সংক্ষিপ্তসার

## গ্রেনফেল টাওয়ার  তদন্তে সরকার কতটুকু কাজ করেছে, তার একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ডিসেম্বর ২০২৫

সূচিপত্র


সংক্ষিপ্ত বিবরণ ..... 2

ভূমিকা ..... 2

বাস্তবায়নের সময়সূচি ..... 2

ফেব্রুয়ারি বার্ষিক প্রতিবেদন ..... 3

বৃহত্তর সংস্কারের আপডেট ..... 3

সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ পরিকল্পনা (RAP) ..... 3

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ..... 4

সামাজিক আবাসন সংস্কার ..... 5

স্বচ্ছতা ও তত্ত্বাবধান ..... 5

সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত আপডেট ..... 6

নির্মাণ শিল্প ..... 6

একক নির্মাণ বিষয়ক নিয়ন্ত্রক ..... 6

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংজ্ঞা ..... 7

সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো ..... 7

অগ্নিনির্বাপণ প্রকৌশলী [ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার] ..... 7

ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ..... 8

অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সেবা ..... 8

ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ [College of Fire and Rescue] ..... 8

ন্যাশনাল ফায়ার চিফস কাউন্সিল [National Fire Chiefs Council ] (NFCC) এবং লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড [London Fire Brigade] (LFB) ..... 8

প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার ..... 9

অসহায় ব্যক্তিরা ..... 9

রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল ইমার্জেন্সি ইভাকুয়েশন প্ল্যানস [Residential Personal Emergency Evacuation Plans] (RPEEPs) ..... 9

## সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| থিম [বিষয়বস্তু] | সুপারিশের সংখ্যা | চলমান | সম্পূর্ণ |
|---|---|---|---|
| নির্মাণ শিল্প | 28 | 25 | 3 |
| অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সেবা | 13 | 12 | 1 |
| প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার | 14 | 14 | 0 |
| ঝুঁকিতে থাকা লোকজন এবং প্রথম ধাপের সুপারিশমালা | 6 | 2 | 4 |
| **মোট** | **61** | **53** | **8** |

## ভূমিকা

গ্রেনফেল টাওয়ার নিয়ে দ্বিতীয় ধাপের  তদন্তের পর সরকার যেসব কাজ করার কথা দিয়েছিল, এটি তার তিন নম্বর আপডেট রিপোর্ট। সরকার প্রগতি প্রতিবেদনের এই রিপোর্টের সাথে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করেছে। সেখানে নতুন নির্মাণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরির পরিকল্পনা, ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের নিয়ম এবং কোন ভবনগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তার নতুন তালিকা বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটি যে সব ভুল খুঁজে পেয়েছে, সরকার তা মেনে নিয়েছে। এখন তারা ৫৮টি পরামর্শ মেনে কাজ করছে যাতে সবার জন্য ঘরবাড়ি আরও নিরাপদ হয়এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে শেষবার যখন আপডেট দেওয়া হয়েছিল, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সরকার তদন্ত কমিটির আরও ৫টি পরামর্শ অনুযায়ী কাজ পুরোপুরি শেষ করেছে। সুপারিশ নম্বর ২, ১৭ এবং ২৫ নির্মাণ শিল্পের সাথে সম্পর্কিত; সুপারিশ নম্বর ৩৯ অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত; এবং সুপারিশ নম্বর ৫৮ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত।

## বাস্তবায়নের সময়সূচি

আমরা চার বছরের মধ্যে সবকটি সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রায় সঠিক পথেই রয়েছি। আমরা আগেই বলেছি যে এই কাজগুলো শেষ করতে কিছুটা সময় লাগবে, কারণ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নতুন সরকারি আইন তৈরি ও পাস করা দরকার।

গত সেপ্টেম্বরে আমরা একটি কাজের রুটিন তৈরি করেছি। সেখানে লেখা আছে প্রতিটি পরামর্শের জন্য আমরা কী কী বড় পদক্ষেপ নেব এবং কোন কাজ ঠিক কবে নাগাদ শেষ হবে। আমরা প্রতি তিন মাস অন্তর এটি আপডেট [হালনাগাদ] করব, যাতে নতুন কোনো লক্ষ্যমাত্রা বা কাজের সময়সূচীর পরিবর্তনগুলো জানানো যায়।

আমরা চেষ্টা করছি যেন প্রতিটি কাজ সময়মতো শেষ হয় এবং কোনো দেরি না হয়। কাজগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের কাছে শক্তিশালী ব্যবস্থা রয়েছে। যদি কোনো কাজ শেষ করতে দেরি হয় বা সময় বদলাতে হয়, তবে আমরা সেটা লুকাব না। আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেব কেন দেরি হচ্ছে এবং এর ফলে কী পরিবর্তন আসছে।

## ফেব্রুয়ারি বার্ষিক প্রতিবেদন

গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের দ্বিতীয় ধাপের  রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা কথা দিয়েছিলাম যে, গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্তের কাজ কতটুকু এগোল, তা আমরা প্রতি বছর পার্লামেন্টে [সংসদে] আনুষ্ঠানিকভাবে জানাব। আমরা সবকিছু পরিষ্কারভাবে সবাইকে জানাতে চাই। এর ফলে আমাদের কাজ কতটুকু এগিয়েছে তা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারবে এবং আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবে।

আমাদের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হবে। রিপোর্টটি পেশ করার সময় সংসদে কথা বলে এবং লিখে—দুইভাবেই তা জানানো হবে। আপনি এই ওয়েবসাইটেই GOV.UK সেই সব তথ্য বা কাগজগুলো দেখতে পাবেন।

তদন্তের প্রেক্ষিতে আমাদের দেওয়া প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে আমরা এই কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাব, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: আমরা কী করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম তার একটি বিস্তৃত ধারণা, এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি, আগামী বছরের পরিকল্পনা এবং একটি স্থায়ী পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব।

বার্ষিক প্রতিবেদনের পর, আমরা আমাদের পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী মে, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা চালিয়ে যাব এবং এরপর ২০২৭ সালে পুনরায় পার্লামেন্টে প্রতিবেদন পেশ করব।

## বৃহত্তর সংস্কারের আপডেট

### সংস্কার ত্বরান্বিতকরণ পরিকল্পনা (RAP)

২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিভাগটি ১১ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ৫,৫৭০টি আবাসিক ভবন পর্যবেক্ষণ করছে, যেগুলোর ক্ল্যাডিং [ভবনের বাইরের আবরণ] অনিরাপদ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এটি প্রায় ৬৫–৯৭% ভবনের জন্য, যাদের উচ্চতা ১১ মিটার বা তার বেশি, যা MHCLG-এর মেরামতির প্রোগ্রামে মেরামত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনিরাপদ ক্ল্যাডিং শনাক্ত হওয়া ৫,৫৭০টি ভবনের মধ্যে ২,৭০৫টি (৪৯%) ভবনে সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে অথবা শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ১,৯৪৬টি (৩৫%) ভবনের সংস্কার কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে উচ্চ-উচ্চতার (১৮ মিটারের বেশি) এবং মাঝারি উচ্চতার (১১ থেকে ১৮ মিটার) ভবনগুলোর সংস্কার কাজের অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিল্ডিং সেফটির সংস্কার কাজের সর্বশেষ মাসিক তথ্য ২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়েছে।

## উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন (HRB) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর (BSR) প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এখন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কতা এবং নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।

তবে, আমরা স্বীকার করছি যে এই নতুন ব্যবস্থাটি কার্যকর করার ফলে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে, আগে থেকেই নির্মিত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোতে সাধারণ অথচ জরুরি ধরনের মেরামতের কাজের জন্য BSR-এর কাছ থেকে দ্রুত অনুমোদন পেতে আবেদনকারীদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

বিশেষ করে, আমরা জানতে পেরেছি যে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন  নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার কিছু ব্যাপক ও জটিল পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা পালনে যে পরিমাণ সময় এবং খরচ লাগছে, তা অনেক ক্ষেত্রে কাজের তুলনায় অনেক বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোতে নির্দিষ্ট কিছু কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কাগজপত্রের জটিলতা আর দেরির কারণে জরুরি মেরামতের কাজগুলো সময়মতো করা যাচ্ছে না।এর ফলে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোতে বসবাসকারী এবং ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা ও জনজীবন ঝুঁকির মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

জরুরি ভিত্তিতে এমন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন যা নিশ্চিত করবে যে, এই নিয়মাবলী যেন কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, পাশাপাশি ভবনের নিরাপত্তা এবং গুণমানের অপরিহার্য মানদণ্ডগুলোও বজায় থাকে।

বর্তমান নিয়মগুলো যাতে অতিরিক্ত কঠিন না হয় এবং নির্দিষ্ট কিছু কাজ যাতে সহজে করা যায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা আগামী বছর সবার সাথে আলোচনায় বসব। এই আলোচনায় ভবনের বাসিন্দা এবং নির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হবে, যাতে একটি বাস্তবসম্মত সমাধান বের করা যায়।

এই পরামর্শটি নিম্নলিখিত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলো সহজতর করার প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত গ্রহণ করবে: ইন্টারনেটের তার বসানোর জন্য দেওয়ালে ছিদ্র করা, মোবাইলের টাওয়ার ঠিক করা, এবং বিদ্যমান ফায়ার ডোর সেটের মতো কাজ। যেখানে ফাইবার অপটিক ক্যাবলিং সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো সাধারণ উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন ভবনগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ইন্টারনেটের ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানোর নিয়মগুলো শুধু বড় বা উঁচু দালানেই নয়, বরং সাধারণ ছোটখাটো ভবনগুলোর জন্যও সহজ করা হচ্ছে। আমরা দীর্ঘমেয়াদে এই কাজগুলোর জন্য স্ব-সনদায়ন [self-certification] ব্যবস্থা চালু করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও মতামত সংগ্রহ করব।

আমরা এই প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে BSR-এর সাথেও আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করব। কাজ করার জন্য আবেদন বা কাগজপত্র জমার নিয়ম সহজ করা হলেও, কাজের গুণমান এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। কাজটিকে অবশ্যই আগের মতোই নিরাপদ এবং সঠিক নিয়ম মেনেই সম্পন্ন করতে হবে।

## সামাজিক আবাসন সংস্কার

৩০ সেপ্টেম্বর, আমরা সোশ্যাল হাউজিং রেগুলেটরকে [Regulator of Social Housing] আবাসন কর্মীদের যোগ্যতা ও আচরণ এবং তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত নতুন নিয়ম নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছি। নতুন এই মানদণ্ড-গুলো ২০২৬ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। আমরা ২০২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে 'টেন্যান্ট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন'-এর ভাড়াটেদের জন্য তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাব।

আওয়াব আইনের [Awaab's Law] প্রথম ধাপ ২৭ অক্টোবর শুরু হয়েছে। এর অর্থ হলো বাড়িওয়ালাদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গুরুতর স্যাঁতসেঁতে ভাব, ছাতা বা ছত্রাক এবং অন্যান্য জরুরি সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। ২০২৬ এবং ২০২৭ সাল জুড়ে সরকার হাউজিং হেলথ অ্যান্ড সেফটি রেটিং সিস্টেমের [Housing Health and Safety Rating System] নিয়মগুলো আরও বড় করবে। তখন অতিরিক্ত জনাকীর্ণতা ছাড়াও তালিকার অন্য সব ঝুঁকি এই নিয়মের আওতায় আসবে।

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নতুন ভাড়াটেদের নিরাপত্তার জন্য বাড়িওয়ালাদের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, বাড়িওয়ালারা যেসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেবেন, সেগুলোও তাদের পরীক্ষা করতে হবে। ২০২৬ সালের মে মাস থেকে এই নিয়মগুলো সমস্ত ভাড়াটীয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সেপ্টেম্বর মাসে 'ডিসেন্ট হোমস স্ট্যান্ডার্ড [Decent Homes Standard]' এবং 'ন্যূনতম শক্তি দক্ষতা মান [Minimum Energy Efficiency Standards]' নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার প্রক্রিয়াটি শেষ হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করার আগে আমরা প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলো বিবেচনা করছি।

সোশ্যাল হাউজিং ইনোভেশন ফান্ড [Social Housing Innovation Fund] ২৭ অক্টোবর চালু হয়েছে। এই তহবিলটি ভাড়াটে এবং বাড়িওয়ালাদের নতুন নতুন সব বুদ্ধি বা উপায় কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। এর ফলে, ভাড়াটেরা তাদের ঘর এবং বাড়িওয়ালার সেবার বিষয়ে আরও বেশি মতামত দিতে পারবেন।

সবার জন্য উন্মুক্ত আবেদনের মাধ্যমে ১৩০ জনেরও বেশি নতুন সদস্য 'সোশ্যাল হাউজিং রেসিডেন্ট প্যানেলে [ Social Housing Resident Panel]' যোগ দিয়েছেন। এখন থেকে তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের মাধ্যমে নতুন নিয়মগুলো তৈরিতে সাহায্য করবেন।

ভাড়াটেদের নিয়ে একটি জাতীয় সংগঠন তৈরি করতে এবং ভাড়াটেরা যেসব সামাজিক অবমাননার শিকার হন তা দূর করতে মন্ত্রীরা বিভিন্ন ভাড়াটে দলের সাথে বৈঠক করেছেন।

## স্বচ্ছতা ও তত্ত্বাবধান

২৫ নম্বর সুপারিশটি নীতিগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারিশগুলো বাস্তবে কতটা কার্যকর হচ্ছে তা নজরদারি করতে জুলাই মাসে একটি পাবলিক ড্যাশবোর্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এখানে গ্রেনফেল টাওয়ার তদন্ত ধাপ ২ এবং ইনফেক্টেড ব্লাড [Infected Blood]

তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো দেখা যাবে। এই ড্যাশবোর্ডগুলোকে আরও উন্নত করা হবে যাতে ২০২৪ সাল থেকে হওয়া সব তদন্তের তথ্য এখানে পাওয়া যায়। সরকারের কাজের সবশেষ আপডেট নিয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর এটি হালনাগাদ করা হবে।

গত ১৪ নভেম্বর সবশেষ প্রকাশিত আপডেটে জানানো হয়েছে ম্যানচেস্টার অ্যারেনা, গ্রেনফেল টাওয়ার, কোভিড-১৯ [ Manchester Arena Inquiry, the Grenfell Tower Inquiry, COVID-19 ] এবং ইনফেক্টেড ব্লাড [ Infected Blood] তদন্তের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে। স্বচ্ছতার এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জন্য তথ্য পাওয়া আরও সহজ করে দেবে এবং সরকারের কাজ যাচাই করার সুযোগ বাড়িয়ে দেবে। এই সুপারিশটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এর কাজ এখন শেষ।

## সুপারিশমালার সংক্ষিপ্ত আপডেট

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের সবশেষ রিপোর্টের পর থেকে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কী কী কাজ করা হয়েছে, এই অংশে তার একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। এটি তদন্তে ব্যবহৃত বিষয় অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।

আপনি সমস্ত সুপারিশগুলোর বিস্তারিত আপডেট নিম্নলিখিত লিঙ্কের মাধ্যমে খুঁজে পেতে পারেন:

- নির্মাণ শিল্প
- অগ্নি ও উদ্ধার সেবা
- প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার
- অসহায় মানুষ

## নির্মাণ শিল্প

## একক নির্মাণ বিষয়ক নিয়ন্ত্রক

সেপ্টেম্বরের অগ্রগতি প্রতিবেদনে, আমরা একক নির্মাণ নিয়ন্ত্রক [single construction regulator] বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে আপডেট করেছি, যা বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটরকে [Building Safety Regulator] (BSR) শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহায়তা করার কাজ দিয়ে শুরু হয়েছে। নভেম্বর মাসে আমরা একটি নতুন আইনি আদেশ জারি করেছি। এর মাধ্যমে ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বগুলো 'হেলথ অ্যান্ড সেফটি এক্সিকিউটিভ [Health and Safety Executive]' থেকে সরিয়ে একটি নতুন স্বাধীন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ভবন নিরাপত্তা ব্যবস্থার (BSR) উন্নতির ধারাবাহিকতায়, আজ ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে আমরা একটি নতুন আলোচনার দলিল প্রকাশ করেছি। এর লক্ষ্য হলো নির্মাণ খাতের জন্য একটি একক নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করা। এই দলিলে তদন্তের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, আমরা কীভাবে একটি একক নির্মাণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন করব, তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া

হয়েছে। তদন্তের সুপারিশের চেয়েও বড় কিছু করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। আমরা পুরো নির্মাণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই এবং আমাদের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে এই দলিলে মতামত চাওয়া হয়েছে।

## উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংজ্ঞা

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করার যে সুপারিশ ছিল, তার কাজ এখন পুরোপুরি শেষ এবং এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আজ (১৭ ডিসেম্বর ২০২৫), BSR তাদের প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলাফল প্রকাশ করেছে। একই সাথে, এই পর্যালোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যালোচনায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আগুন লাগলে বা ভবনের ক্ষতি হলে মানুষের জীবনের ঝুঁকি কতটুকু হতে পারে, তা বর্তমান সংজ্ঞায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব, BSR-এর সুপারিশ হলো বর্তমান সময়ে এর পরিধি পরিবর্তন না করা। আবাসন, সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় [Ministry of Housing, Communities and Local Government] এটি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেছে এবং গ্রহণ করেছে।

BSR নিয়মিতভাবে যাচাই করে দেখবে যে 'উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ভবন'-এর সংজ্ঞায় কোনো পরিবর্তন দরকার কি না। এর ফলে মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার ঝুঁকিগুলো নিয়মিত পরীক্ষা করা হবে। এতে বোঝা যাবে যে, উচ্চ-নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় থাকা ভবনের তালিকায় কোনো পরিবর্তন বা নতুন কোনো ভবন যোগ করা প্রয়োজন কি না।

### সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো

ব্যবসা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা নির্মাণ সামগ্রী নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি ইতিমধ্যেই MHCLG–এর সেক্রেটারি অব স্টেটকে রিপোর্ট করে। বড় বড় সব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার নিয়ে তদন্ত রিপোর্টে যে সব সুপারিশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর আলোকে আমরা এই বিভাগগুলোকে আরও একত্রিত বা শক্তিশালী করার বিষয়টি বিবেচনা করব।

২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত সব কাজের দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় [Home Office] থেকে সরিয়ে এমএইচসিএলজি [MHCLG]-তে দেওয়া হয়েছে। এরপর ১ জুলাই ২০২৫-এ সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও এই নতুন মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। বাজেট বা অর্থ হস্তান্তরের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। তবে পার্লামেন্টের বাড়তি বরাদ্দের প্রক্রিয়াটি [Supplementary Estimates] পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সুপারিশটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সম্পন্ন' বলা যাচ্ছে না।" ফায়ার সার্ভিসের শুধুমাত্র নিরাপত্তার অংশটুকু নয়, বরং এর যাবতীয় সব কাজের দায়িত্ব MHCLG মন্ত্রণালয়ে সরিয়ে এনেছে সরকার। এটি তদন্ত রিপোর্টে দেওয়া পরামর্শের চেয়েও আরও বড় এবং শক্তিশালী একটি পরিবর্তন।

### অগ্নিনির্বাপণ প্রকৌশলী [ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার]

ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা সম্পর্কে সরকারকে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য গত এপ্রিলে 'ফায়ার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাডভাইজরি প্যানেল [Fire Engineers Advisory Panel]' গঠন করা হয়েছে। তদন্তের ১৭ নম্বর সুপারিশ মেনে, একজন দক্ষ ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারের কী কী জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে এই প্যানেল একটি নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা তৈরি করছে। সংশ্লিষ্ট খাতের

ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা এই পদক্ষেপটি এই পেশাকে আরও সুসংগত এবং জবাবদিহিমূলক করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই নির্দেশিকাটিতে এই পেশার দায়িত্ব ও মানদণ্ডগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটি ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারদের নৈতিকতা মেনে কাজ করতে উৎসাহিত করবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে এই খাতকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তার প্রধান দিকনির্দেশনাগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে। ১৫ থেকে ১৮ নম্বর সুপারিশগুলো একত্রে কার্যকর করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আজ (১৭ ডিসেম্বর ২০২৫), মন্ত্রণালয় ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারদের সেই নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকাটি প্রকাশকরেছে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার একটি পরিকল্পনা পত্রও প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা পত্রে ১৫, ১৬ এবং ১৮ নম্বর সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতের সবাই পরিষ্কার ধারণা পাবেন যে, এই নতুন নির্দেশিকাটি কীভাবে বড় ধরনের সংস্কারের সাথে যুক্ত এবং এই পেশাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ভবিষ্যতে কী কী পরিকল্পনা রয়েছে।

### ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ

ভবন নির্মাণ তদারকির নিয়মগুলো উন্নত করতে এই স্বাধীন প্যানেলটি নিয়মিত আলোচনা করছে। প্যানেলটি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে।সরকার জানিয়েছে যে, নতুন বছরের শুরুতেই তারা এই রিপোর্টের বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত বা প্রতিক্রিয়া জানাবে।

## অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সেবা

### ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ [College of Fire and Rescue]

একটি নতুন 'ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ কলেজ [college of fire and rescue]'-এর লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, এটি কী কী কাজ করবে এবং কীভাবে এটি পরিচালনা করা সবচেয়ে ভালো হবে—সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতামত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা একটি গণ-পরামর্শ সভা করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমএইচসিএলজি [MHCLG] অগ্নিনির্বাপণ খাতের প্রধান অংশীজনদের [stakeholders] নিয়ে একটি 'টাস্ক অ্যান্ড ফিনিশ গ্রুপ' [Task and Finish Group] গঠন করেছে, যাতে জনমত যাচাই বা কনসালটেশনে অন্তর্ভুক্ত করার মতো ধারণাগুলো তৈরি করা যায়। গ্রেনফেল তদন্ত রিপোর্টের প্রত্যাশা পূরণ করতে এবং শক্তিশালী তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য আমরা এই গণ-পরামর্শ প্রক্রিয়াটি আগামী বছর শুরু করার পরিকল্পনা করেছি।

### ন্যাশনাল ফায়ার চিফস কাউন্সিল [National Fire Chiefs Council ] (NFCC) এবং লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড [London Fire Brigade] (LFB)

সম্মত হওয়া কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী NFCC-এর কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ উপকরণগুলো যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। যেসব পরিবর্তন বা নতুন বিষয় যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেগুলো এখন যথাযথ

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। প্রথম দফার আপডেট করা নির্দেশিকাগুলো গত ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কোনো নির্দিষ্ট ভবনের ঝুঁকি কীভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং জরুরি অবস্থায় লিফট ও তার চাবি ব্যবহারের নিয়মগুলো জানানো হয়েছে।

লিফটের চাবি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম এবং মানদণ্ড নিশ্চিত করতে NFCC তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। পাশাপাশি পুরো লিফট শিল্পে যেন একই ধরনের নিয়ম  বজায় থাকে, সে বিষয়েও তারা 'বিল্ডিং সেফটি রেগুলেটর [ Building Safety Regulator]' -কে তাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছে। পানি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Ofwat-এর সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এর মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিসগুলো পানি সরবরাহ নিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলো তুলে ধরার এবং এই ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে।

## প্রতিক্রিয়া ও পুনরুদ্ধার

আবাসন, সম্প্রদায় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় (MHCLG) স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ মোকাবিলা বা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বেশ ভালো উন্নতি করেছে। পাঁচটি বিশেষ স্থানীয় রেজিলিয়েন্স ফোরামকে [Local Resilience Forum trailblazers] প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা হয়েছে, যারা এখন তাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, প্রথমবারের মতো একজন 'চিফ রেজিলিয়েন্স অফিসার' [Chief Resilience Officer] নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একটি জাতীয় কর্মদল নিয়মিতভাবে বৈঠক করছে যাতে একটি 'পিয়ার রিভিউ প্রটোকল' [সহকর্মীদের মাধ্যমে কাজের মান যাচাইয়ের নিয়ম] তৈরি করা যায়। তারা ইতিমধ্যে এর মূল বিষয়গুলো ঠিক করে ফেলেছে এবং একটি খসড়া তৈরি করেছে, যা আগামী বসন্তকালের মধ্যে আরও উন্নত ও পরীক্ষা করা হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোকে প্রশিক্ষণ দিতে এবং সেই প্রশিক্ষণের রিপোর্ট তৈরিতে সাহায্য করার জন্য MHCLG ও CO এখন লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন [Local Government Association ] (LGA), সোসাইটি অব লোকাল অথরিটি চিফ এক্সিকিউটিভস [Society of Local Authority Chief Executives] (SOLACE) এবং ইউকে রেজিলিয়েন্স একাডেমি [UK Resilience Academy] (UKRA)-এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে একটি শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে। সরকারের মূল দুর্যোগ মোকাবিলা পরিকল্পনাটি যাতে প্রতিটি স্থানীয়  সিস্টেমে সঠিকভাবে কার্যকর হয় এবং কেন্দ্র ও স্থানীয় সরকারের কাজের মধ্যে কোনো দূরত্ব না থাকে, তা নিশ্চিত করতে MHCLG তাদের সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

## অসহায় ব্যক্তিরা

### রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল ইমার্জেন্সি ইভাকুয়েশন প্ল্যানস [Residential Personal Emergency Evacuation Plans] (RPEEPs)

৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে পেশ করা ফায়ার সেফটি (রেসিডেন্সিয়াল ইভাকুয়েশন প্ল্যানস (ইংল্যান্ড) [Residential Evacuation Plans (England)] রেগুলেশনস-এর অধীনে, ৬ এপ্রিল ২০২৬ থেকে থেকে আবাসিক পার্সোনাল ইমার্জেন্সি ইভাকুয়েশন প্ল্যান [Personal

Emergency Evacuation Plans](RPEEPs) বাধ্যতামূলক করা হবে। এই প্রবিধানগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্দেশিকা ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।